দৈনিক ইনকিলাব
01 SEP 2008

ব্যতিক্রমধর্মী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গণবিশ্ববিদ্যালয়

শফিকুল ইসলাম সবুজ

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে যে কটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম গণবিশ্ববিদ্যালয়। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র জনহিতকর দাতব্য ট্রাস্টের অর্থ সাহায্যে এবং গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের প্রদত্ত জমিতে ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়। মানুষের কল্যাণকে ব্রত করে শিক্ষাঙ্গনে নতুন চেতনা ও অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঢাকার অদূরে গ্রাম এবং শহরের এক মনোরম সংযোগস্থল সাভারের মির্জানগরে গণবিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস অবস্থিত। উল্লেখ্য, এটি দেশের একমাত্র প্রাইভেট বিশ্ববিদালয়, যারা তাদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নিজস্ব ক্যাম্পাসে শিক্ষাকার্য পরিচালনা করে আসছে।

মিশন ও ভিশন

আধুনিক বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে গড়ে তোলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা ধরনের সুযোগ রয়েছে। একদল দক্ষ নিবেদিত নাগরিক এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনে গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখানে রয়েছে সুসজ্জিত সেন্ট্রাল লাইব্রেরি (যাতে রয়েছে সর্বমোট ১৬,৬৯১টি বই, ৫০টি দেশী জার্নাল, ২৬৩টি বিদেশী জার্নাল), কম্পিউটার ল্যাব, গেমস জোন ইত্যাদিও গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অধিভূক্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে-

(i) বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যান-ধারণা ও জনসাধারণের চিন্তা-চেতনার মধ্যে নারী ও পুরুষের সমতা আনয়ন।

(ii) আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং আর্থ-সামাজিক অভিজ্ঞতার পুরনো ক্ষেত্রের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা।

(iii) নারীর প্রতি সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পালনে সহযোগিতা।

(iv) বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের জনগণের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ।

(v) দেশের জনগণ ও সংগ্রামী জীবনকে গভীরভাবে জানা এবং সেই পরিচয়কে দেশ ও দেশের মানুষের উন্নয়নে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করা।

অনুষদ ও প্রোগ্রামসমূহ

গণবিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩টি অনুষদের অধীনে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তা হল-

১। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান অনুষদ
২। মৌল ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ
৩। পোস্টগ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ।

এসব অনুষদের অধীনস্থ কোর্সগুলো হল- এমবিবিএস, বিডিএস, বিএসসি অনার্স ইন মাইক্রোবায়োলজী, বিএসসি অনার্স ফিজিওথেরাপী, বিএসসি অনার্স ইন ফার্মেসী, বিএসসি অনার্স কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, বিএ অনার্স ইংরেজী, বিএ অনার্স বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বিএসএস অনার্স রাজনীতি ও

প্রশাসন, বিএসএস অনার্স মেডিকেল ফিজিক্স, বিএসসি অনার্স বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং। উল্লেখ্য, মেডিকেল ফিজিক্স ও বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি বাংলাদেশে শুধুমাত্র এখানেই পড়ানো হয়।

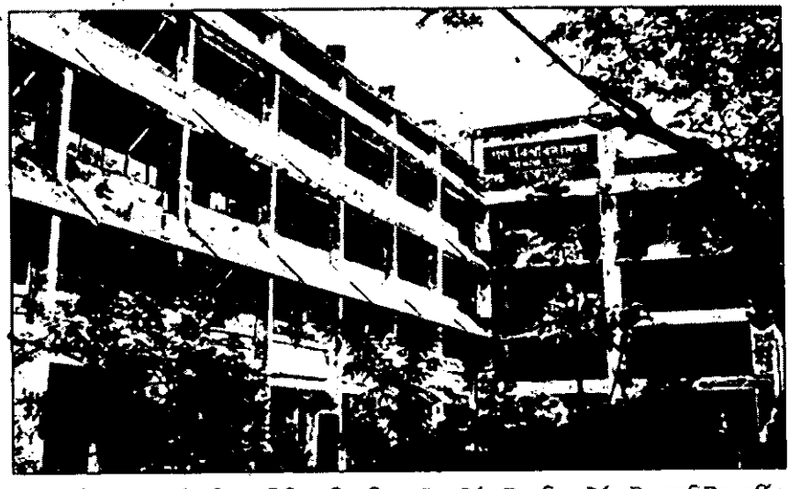

বৈচিত্র্যময় শিক্ষা পদ্ধতি

গণবিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক কোর্সের পাশাপাশি ৬টি অতিরিক্ত ক্রেডিট কোর্স নিতে হয়। এসব কোর্স চতুর্থ বর্ষের (৮ম সেমিস্টার) পরীক্ষার পূর্বে সম্পন্ন করতে হয়। এই কোর্সগুলো হচ্ছে- মুক্তিযুদ্ধ, নারী উন্নয়ন, বাংলা ও ইংরেজী পরিবেশ বিজ্ঞান, নীতিবোধ ও সমতা এবং গ্রামের কাজ বিষয়ক।

সহশিক্ষা কার্যক্রম

শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠদানের পাশাপাশি তাদের মধ্যকার সুপ্ত প্রতিভাকে উন্মোচন করার জন্য এখানে চালু রয়েছে বিভিন্ন সহপাঠক্রমিক শিক্ষা কার্যক্রম। এগুলো হচ্ছে- (১) কম্পিউটার ক্লাব,* (২) এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের ক্লাব, (৩) গেমস ক্লাব, (৪) ডিবেটিং সোসাইটি। যারা তাদের কার্যক্রম নিয়মিত পরিচালনা করছে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একমাত্র গণবিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আউটডোর এবং ইনডোর গেমসের পর্যাপ্ত সুবিধা রয়েছে। এছাড়া আন্তঃবিভাগীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ফুটবল টুর্নামেন্ট, ভলিবল টুর্নামেন্ট, ব্যাডমিন্টন, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ইনডোর গেমস অনুষ্ঠিত হয়।

ভর্তি সেশন

গণবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর দুই সেমিস্টারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। যথা (১) প্রথমটি হল এপ্রিল-মে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। বর্তমানে এখানে ১২০০-১৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত রয়েছেন। এই শিক্ষার্থীদের পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন মোট ১৪৪ জন অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী।

আবাসিক ও পরিবহন ব্যবস্থা

দেশের অন্যান্য বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গণবিশ্ববিদ্যালয় একটু ব্যতিক্রম। কারণ এখানে ছাত্রীদের জন্য ৩০০ আসনবিশিষ্ট আবাসিক হল রয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। যার ব্যয় ছাত্রদেরই বহন করতে হয়।

সীমিত আকারের আবাসন সুবিধা থাকলেও গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নেই কোন পরিবহন ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে দূরে অবস্থানরত শিক্ষার্থীরা স্ব-স্ব খরচে যাতায়াত করে থাকে। বিদেশী ছাত্রদের জন্য গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডরমিটরিতে থাকার ব্যবস্থা আছে। উল্লেখ্য, এখানে বর্তমানে ৫০ জন বিদেশী শিক্ষার্থী রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বললে তারা অভিযোগ করেন, তাদের ক্লাসরুম প্রয়োজনের তুলনায় কম। পর্যাপ্ত ইন্টারনেট সুবিধাসম্বলিত কম্পিউটার নেই। কিছু কিছু বিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব। তাছাড়া একটি ভবনে সব বিভাগের ক্লাস হওয়ায় তাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। আমাদের (ছাত্র) আবাসিক ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক মেসবাহ উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। তিনি বলেন, গণবিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ব্যক্তি মালিক নেই, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের প্রদত্ত জমিতে গণবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এটি দেশের অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেকটা ব্যতিক্রম। এখানে স্বল্প খরচে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। কারণ, অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এখানে কোর্স ফি

অনেক কম এবং গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খাতে অধিক হারে বৃত্তি পেয়ে থাকে। যা দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে । সচরাচর দেখা যায় না। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সম্পর্কে বলেন, বর্তমানে আমাদের কিছুটা শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট রয়েছে। তবে শীঘ্রই আমরা আমাদের নির্মাণাধীন নতুন ক্যাম্পাসে যাব। আশা করা যায় তখন আর সমস্যা থাকবে না। ইন্টারনেট সুবিধা প্রসঙ্গে বলেন: শিক্ষার্থীদের চাহিদার তুলনায় ইন্টারনেট সুবিধা কম, কারণ পূর্বে আমাদের ছাত্রসংখ্যা বেশী ছিল না। কিন্তু বর্তমানে অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ায় সম্প্রতি এ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আমরা তা সমাধান করব।

ছাত্রদের আবাসন প্রসঙ্গে কথা বললে ভিসি বলেন, দেখুন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। সেহেতু আমরা আমাদের ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে জনসাধারণের মাঝে থাকার জন্য উৎসাহিত করি। যাতে তারা সামাজিক বিভিন্ন কাজে অবদান রাখতে পারে। তাই আমরা কোন ছাত্র হল করিনি।

সীমাবদ্ধতা যাই থাকুক না কেন প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে গণবিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।